সাইকেল কাণ্ডের অভিযোগে পদ হারালেন কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতের আমির

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজুল ইসলামকে সাময়িকভাবে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অনিয়ম ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সাংগঠনিক কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি কোটচাঁদপুর উপজেলায় এডিবির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিশেষ বরাদ্দের আওতায় বিতরণ করা সরকারি বাইসাইকেলের মধ্যে একটি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর নামে বরাদ্দকৃত সাইকেল জালিয়াতির মাধ্যমে নিজেই গ্রহণ করেন উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম। পরে সেটি তিনি তাঁর নাতিকে উপহার দেন বলে অভিযোগ ওঠে।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্দেশে সাইকেলটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে ফেরত দেওয়া হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর কামিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সাইমুন ইসলামের নামে একটি বাইসাইকেল বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ওই শিক্ষার্থীকে সাইকেলটি না দিয়ে মাওলানা তাজুল ইসলাম নিজেই মাস্টাররোলে স্বাক্ষর করে সেটি গ্রহণ করেন এবং পরে নিজের মেয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাওলানা তাজুল ইসলাম প্রথমে দাবি করেন, সাইকেলটি তাঁর প্রতিবেশী এক ছেলেকে দেওয়া হয়েছিল। পরে তিনি বক্তব্য পরিবর্তন করে বলেন, তাঁর ছেলে বেকার ও আর্থিক সংকটে থাকায় সাইকেলটি তাঁর নাতনি মারিয়াকে দেওয়া হয়েছিল।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রানী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সাইকেল বিতরণে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠার পর স্থানীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শে সাইকেলটি ফেরত নেওয়া হয়েছে। এটি প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে পুনরায় বিতরণ করা হবে।

তিনি আরও জানান, বাইসাইকেল ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ বিতরণে কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলমান রয়েছে।

এ ঘটনায় অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় উপজেলা আমিরকে সাময়িকভাবে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জেলা জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল নেতারা জানান, সংগঠনের শৃঙ্খলা ও নীতিমালা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

তবে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া মাওলানা তাজুল ইসলাম বলেন, “শুনেছি আমাকে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এমন কর্মকাণ্ড করা উচিত হয়নি। মানুষ মাত্রই ভুল করে, আমারও ভুল হয়েছে।” তবে পদ হারালেও তিনি দলীয় কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকবেন বলে জানান।

গাংনীতে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে পচা ডিম ও পাউরুটি দেওয়ার সত্যতা মিলেছে: তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার সত্যতা পেয়েছে তদন্ত কমিটি। তদন্তে সরবরাহকৃত ১৩৩টি ডিমের মধ্যে ২০টি ডিম পচা ও নিম্নমানের ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের পচা খাবার দেওয়ার ঘটনাটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ

বিষয়টি আমলে নিয়ে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেন। প্রতিমন্ত্রী কার্যালয়ের নির্দেশে গাংনী উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আসাদুদ্দৌলা ও এস এম জয়নুল ইসলাম সরেজমিনে তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

শুক্রবার (৩রা জুলাই) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোঃ তানভীর মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, তদন্তে ১৩৩টি ডিমের মধ্যে ২০টি ডিম নিম্নমানের হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিষয়টি বিদ্যালয়ের অভিভাবক কমিটি ও খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান “সুশীলন”-এর নজরে আনার পর দ্রুত ত্রুটিপূর্ণ ডিমগুলো সরিয়ে নতুন ও মানসম্মত ডিম সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো ধরনের আপস করা হবে না। স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে মান নিয়ন্ত্রণে শূন্য সহনশীলতা (Zero Tolerance) নীতি অনুসরণ করা হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের আরও কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এদিকে স্থানীয় অভিভাবকরা অভিযোগ তুলেছেন, সাতক্ষীরার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’-এর সাথে যোগসাজশ এবং অবৈধ লেনদেনের কারণে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদ ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার মৈত্র বিষয়টি জেনেও নীরব ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, অপরাধের দায় না নিয়ে উল্টো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে এলাকায় শিক্ষক, অভিভাবক ও সচেতন মহলে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনার দিনই জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করা হলেও সেই সময়ে তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

কুষ্টিয়ায় ভ্যান চালককে গাছে বেঁধে ডাকাতির অভিযোগ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে একটি চার্জার ভ্যানচালককে গাছের সঙ্গে বেঁধে ডাকাতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (৩০ জুন) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় উপজেলার ডাকাতি পুকুর নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সারা দিন ভ্যান চালিয়ে উপার্জন শেষে রাতে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন ওসমান। পথে মিরপুর উপজেলার ডাকাতিপুকুর এলাকায় পৌঁছালে তিন থেকে চারজনের একটি ডাকাত দল দেশি অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাঁর গতি রোধ করে।

পরে তাঁকে জিম্মি করে পাশের একটি বাগানে নিয়ে গাছের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। এ সময় তাঁর কাছে থাকা টাকা, মুঠোফোন ও ভ্যান ছিনিয়ে নিয়ে যায় ডাকাতেরা।

ডাকাতেরা চলে যাওয়ার পর ওসমানের চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পুলিশকে খবর দেন। পরে মিরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ভ্যানচালক ওসমান দৌলতপুর উপজেলার পচাভিটি গ্রামের কাশেমের ছেলে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ভ্যানচালককে উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে।

মহেশপুরে হাটের খাজনা আদায়ে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ইজারা নেওয়ার সরকারি হাট থেকে খাজনা আদায়ে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার

প্রতিবাদে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলন করেছে হাটের ইজারাদার আতিকুর রহমান লেন্টু।

মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে ইজারাদার লেন্টু অভিযোগ করেন, মহেশপুর উপজেলার গৌরিনাথপুর ও আদমপুর হাট সরকারি টেন্ডারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ইজারা পান তিনি।

এখন খাজনা আদায় করতে গেলে স্থানীয় প্রভাবশালী ইসমাইল হোসেন, সোহাগ সরকার ও ফারুক হোসেন বাঁধা দিচ্ছে। সেই সাথে ব্যবসায়ী ও কৃষকদের কাছ থেকে তারা টাকা আদায় করছে।

ইজারাদার লেন্টু আরও অভিযোগ করেন, হাটে আমার মনোনীত ব্যক্তি খাজনা আদায় করতে গেলে মারধর করা হচ্ছে। কিছু বললে উল্টো হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

এই নিয়ে মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালকের বরাবর অভিযোগ দিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। সঠিকভাবে সরকারি ভাবে পাওয়া হাটের ইজারা আদায়ের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিস্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত সোহাগ সরকার বলেন, আমরা টাকা আদায় করছি না। হাটের আড়তদাররা কমিশন নিচ্ছে।

কালীগঞ্জে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে এক যুবক আটক

ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে প্রশান্ত কুমার দাস (৪৮) নামে সনাতন ধর্মাবলম্বী এক যুবককে আটক করেছে কালীগঞ্জ থানা পুলিশ। প্রশান্ত কালীগঞ্জ শহরের কলেজপাড়া এলাকার মৃত ননী গোপাল দাসের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার (২৮ জুন) বেলা ১২ টার দিকে শহরের কলেজ রোডে সুবোধ দেবনাথের তন্ময় স্টোর নামে একটি চায়ের

দোকানে কয়েকজন ব্যক্তি বসে চা পান ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এ সময় উপস্থিত একজন বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম।

এসময় প্রশান্ত কুমার দাস ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে মুখ খিস্তি করে আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে জানা যায়, এতে সেখানে উপস্থিত কয়েকজন মুসলিম প্রতিবাদ জানালে তিনি দ্রুত স্থান ত্যাগ করে বাড়িতে চলে যায়।

পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এড়াতে পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে তাকে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী এরশাদ ও আরিফ হোসেন বলেন, তারা চায়ের দোকানে বসে চা পান ও গল্প করছিলেন। এ সময় প্রশান্ত কুমার দাস ইসলাম ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। তারা এর প্রতিবাদ করলে তিনি দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়। পরে পুলিশ এসে তাকে জিঞ্জাসাবাদেও জন্য জন্য থানায় নিয়ে যায।

কালীগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মনিরুজ্জামান বলেন, ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ পাওয়ার পর প্রশান্ত কুমার দাসকে থানায় আনা হয়েছে। অভিযোগটি তদন্ত করে সত্যতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

জোরপূর্বক সালিশের নামে লাখ টাকার বাণিজ্যের অভিযোগ

মানবাধিকারের আড়ালে ভয়াল প্রতারণার জাল বিস্তারের অভিযোগ উঠেছে। জোরপূর্বক সালিশের নামে লাখ লাখ টাকার বাণিজ্যের অভিযোগও রয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার পারকুলা গ্রামে তাসলিমা নামের এক নারীর কাছ থেকে মানবাধিকারের নাম ভাঙিয়ে দুই দিন আটকিয়ে রেখে ভুয়া পুলিশ

তাসলিমা গত ২০/০৬/২০২৬ তারিখে আলমডাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পাল্টা অভিযোগ করেন আব্দুল্লাহ। এমতাবস্থায় ২৭/০৬/২০২৬ তারিখ শনিবার বেলা ১২টার সময় আলমডাঙ্গা থানায় উপস্থিত হওয়ার পর সালিশে উপস্থিত হন আন্তর্জাতিক মানবাধিকারকর্মী পরিচয় দেওয়া শিরিন। এ সময় সাংবাদিকরা মানবাধিকার সংস্থার নাম জানতে চাইলে তিনি কোনো সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। একপর্যায়ে তিনি নিজেকে ভুয়া মানবাধিকারকর্মী হিসেবে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, “তিন বছর পূর্বে আমি মানবাধিকার সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলাম, কিন্তু এখন আর নেই।” পরে কিভাবে বিচার-সালিশ করেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, “সকল মহলকে ম্যানেজ করে সালিশ করি।”

এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, মানবাধিকার একটি মর্যাদাপূর্ণ ও মানবকল্যাণমূলক ধারণা। সেই পরিচয়ের আড়ালে যদি কেউ সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে অর্থ বাণিজ্য ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, তবে তা শুধু আইনবিরোধী নয়, মানবাধিকারের মূল চেতনাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পূর্বশত্রুতার জেরে মেহেরপুরে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গুচ্ছগ্রামে জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ ও পূর্বশত্রুতার জেরে আব্দুল হালিমের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা প্রায় ৬টার দিকে পার্শ্ববর্তী শালিকা গ্রাম থেকে ৪০-৫০টি মোটরসাইকেলে করে প্রায় ১০০ জন লোক রাজাপুর গুচ্ছগ্রামে আসে। তারা প্রথমে বাড়ির চারপাশের দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে এবং পরে মূল ফটকের তালা ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢুকে

পড়ে। এ সময় হামলাকারীরা ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল ভাঙচুর করে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়।

অভিযোগ রয়েছে, হামলাকারীরা ঘরে থাকা দুটি স্টিলের আলমারির তালা ভেঙে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। স্থানীয়রা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে হামলাকারীরা দেশীয় অস্ত্র প্রদর্শন করে তাদের ভয়ভীতি দেখায়।

ভুক্তভোগী আব্দুল হালিম জানান, তাঁর মায়ের ৩৩ শতক জমি উত্তরাধিকারসূত্রে দুই ভাইয়ের মধ্যে বণ্টনের কথা ছিল। ভূমি অফিসের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁরা নিজেদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য শরিকদের কাছে দাবি করেন। কিন্তু জমি বুঝিয়ে না দিয়ে প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমে সমাধানের কথা বলে। পরে বিষয়টি আদালতে গড়ায়।

তিনি আরও বলেন, এর আগে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাঁকে মারধর করা হয়েছিল। তাঁর ভাই সেলিম রেজা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে সেখানেও তাঁকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

আব্দুল হালিমের দাবি, সম্প্রতি তাঁর প্রবাসী ছেলে দেশে ফেরার পর সকালে প্রতিপক্ষের কয়েকজনের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়। এরই জেরে পরিকল্পিতভাবে সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, হামলাকারীরা নগদ প্রায় ৫ লাখ টাকা, প্রায় ৮ লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কার এবং বাড়ির বিভিন্ন মালামাল লুটপাট ও ভাঙচুর করেছে। এতে তাঁর প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে নোটিশ ছাড়া নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর ভাঙচুরের অভিযোগ

মেহেরপুর পৌরসভার ওয়াপদা রোড এলাকায় নোটিশ ছাড়াই নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর, স্যানিটারি সামগ্রী ও নির্মাণসামগ্রী ভাঙচুর এবং ক্ষতিসাধনের অভিযোগ উঠেছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গৃহকর্ত্রী মোছা. ডলি আজাদী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

লিখিত অভিযোগে ডলি আজাদী বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান কোনো ধরনের পূর্ব নোটিশ বা মৌখিক অবহিতকরণ ছাড়াই বুলডোজার দিয়ে তার নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর, স্যানিটারি সামগ্রী ভেঙে ফেলেন। এছাড়া সেখানে রাখা ইট ও বালু মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

তার দাবি, এ ঘটনায় প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ডলি আজাদী অভিযোগ করেন, “আমাকে কোনো ধরনের লিখিত বা মৌখিক নোটিশ না দিয়েই ভাঙচুর চালানো হয়েছে। আমাদের নির্মাণাধীন বাড়ির আশপাশে থাকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও অন্যান্য দোকানপাটের সামনেও একইভাবে জায়গা ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও কোথাও টাইলসও বসানো রয়েছে। অথচ শুধুমাত্র আমাদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যা অন্যায়।”

এবিষয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান বলেন, “হাইওয়ের সরকারি জমির ওপর কংক্রিটের কাজ ও সেফটি ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে পূর্বেই নোটিশ দিয়ে অবৈধ স্থাপনা অপসারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। হাইওয়েতে যান চলাচলের স্বার্থে সেখানে রাখা ইট ও বালুসহ অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী অপসারণ করা হয়েছে।”

[redacted]

[redacted]

০৫/০৩/২০২৬ইং তারিখে স্থানীয়ভাবে শালিশ মিমাংশার ব্যবস্থা করেন। শালিশ মিমাংশায় শরিফুল গং ভুল স্বীকার করে কিন্তু পরদিন থেকেই তা অস্বকীর করে দখল রাখতে চেষ্টা অব্যহত রাখেন। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শরিফুল গং দের বোঝানোর একাধিক বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে আমাকে আদালতের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন। এরই প্রেক্ষিতে গত ১৫/০৩/২০২৬ইং তারিখে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কুষ্টিয়াতে আমি আমার ভাইবোনদের পক্ষে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করি যার নং-দৌলতপুর মিস: ১৫৪/২৬ এবং বিবাদীগণ। বিবাদীরা হলেন -শরিফুল, আশরাফুল, সাজ্জাদ, সিরাজুল, জামু, লিয়াকত, পিতা-জালী শেখ, মনিরুল ,আসাদুল, রাজ্জাক, খাইরুল, রিপন।

মামলার পর আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দেন এবং ২০ মে বিবাদীদের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন।

পরে বিবাদীরা আদালতে হাজির হয়ে জবাব দাখিলের জন্য দুই মাস সময় প্রার্থনা করলে আদালত আগামী ২১ জুলাই ২০২৬ তারিখ ধার্য করেন।

তার অভিযোগ, আদালতের ১৪৪ ধারা জারির পরও বিবাদীরা সংঘবদ্ধভাবে তা অমান্য করে জমিতে প্রবেশ, ভয়ভীতি প্রদর্শন, বাগানের আম-কাঁঠাল পেড়ে নেওয়া এবং অন্যান্য ফসল সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করছে। ফলে তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

এ বিষয়ে স্থানীয় কয়েকজন জানান, দীর্ঘদিন ধরে তারা ওই জমিতে কাজ করতে দেখেছেন বাদীপক্ষকে। তাদের ভাষ্য, কয়েক মাস আগে থেকে জমি নিয়ে বিরোধ শুরু হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তারা জমিটি হাসানুজ্জামান বাবুদের পরিবারের দখলে দেখে আসছেন।

জমির লিজগ্রহীতা আক্তার বলেন, “দুই বছর ধরে লিজ নিয়ে জমিতে ঘাষের আবাদ করছি। জমিতে কাজ করতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন গালিগালাজ ও হুমকি দেয়। জমির মূল মালিক বাবু ভাই আমাদের আইনের আশ্রয় নিতে বলেছেন এবং কোনো সংঘাতে জড়াতে নিষেধ করেছেন।”

অভিযুক্ত পক্ষের শরিফুলকে জমির খাজনার কাগজপত্র দেখাতে বলা হলে তিনি তা উপস্থাপন করতে পারেননি।

এসময় বলেন, “কাগজপত্রে যদি জমি আমাদের হয়, তাহলে আমরা তা নেব। অন্যথায় নেব না। আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। আদালত যা সিদ্ধান্ত দেবেন, আমরা সেটাই মেনে নেব।”

বেড়া দিয়ে জমি দখলের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “আগে আমাদের দেওয়া বেড়া ছিল। তারা ১৪৪ ধারা জারির পরও সেই বেড়া সরিয়ে ফেলেছে। তাই আমরা পুনরায় বেড়া দিয়েছি।”

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দৌলতপুর থানার এএসআই বিপ্লব হোসেন জানান, ঘটনার তদন্ত করে গত ৮ জুন দণ্ডবিধির ১০৭/১৭৭ (সি) অনুয়ায়ী প্রতিবেদন দাখিল করেছি। বিবাদীপক্ষরা আইন অমান্য করে আদালতে বিচারাধীন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাদি পক্ষের জমি দখল করার পাঁয়তারা করছে বলে প্রতিয়মান হওয়ায় প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে।

আদালত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিবাদীদের গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করবেন বলে আশা করি।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে জমি দখল, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে জোরপূর্বক বাড়ি ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভুগী বিএনপি কর্মী মজিদুল ইসলাম ও তার ভাই মহিরুল ইসলাম। আজ শুক্রবার সকাল ১১ টায় গাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নাম ভাঙ্গিয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতা সাজ্জাদ হোসেন পলাশ গাড়াবাড়িয়া অঞ্চলে ভয় ভীতি দেখিয়ে জমি দখল, চাঁদাবাজি, হামলা মামলার হুমকি ও সালিশের নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া সহ নানা অপকর্ম করছেন। তার অত্যাচারে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সাজ্জাদ হোসেন পলাশ ঢাকায় গিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে আর মেহেরপুরে শিবির করে। এখন গ্রামে নব্য বিএনপি সেজেছে।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভুগীরা আরো অভিযোগ করে বলেন, জেলা জামায়াতের সাবেক সাধারন সম্পাদক মো: সিদ্দিকুর রহমানের কাছ থেকে প্রায় ৫ বছর আগে সাড়ে ১৬ শতক ক্রয় করে সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে গাছগাছালি লাগানো ছিলো। আমার মালিকানাধীন জমির সকল বৈধ কাগজপত্র ও রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও সাজ্জাদ হোসেন পলাশ আমার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ার কারণে আমার প্রতিপক্ষ মকলেছুর রহমান ও আবুল কালাম সহ তাদের ক্যাডার বাহিনী আমার জমি জোরপূর্বক ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করে দখল করেছে। এতে আনুমানিক ৫/৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় মেহেরপুর আদালতে মামলা দায়ের করেছি। মামলার করার কারনে মামলা তুলে নিতে নানা ভাবে হুমকি দিচ্ছে। হুমকির কারণে আমি এবং আমার পরিবার বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছি। যেকোনো সময় আমাদের ওপর হামলা, মিথ্যা মামলা কিংবা অন্য কোনো ধরনের হয়রানির আশঙ্কা করছি। এ কারণে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছি না। আমি সার্বিক বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছি।